গাংনীতে অটোভ্যানের ধাক্কায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে অটোভ্যানের ধাক্কায় আব্দুর রশীদ (৬৫) নামের এক ঘর মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী বাজারে আসার পথে আখ সেন্টার এলাকায় তার মৃত্যু হয়। ঘর মিস্ত্রী আব্দুর রশীদ গাংনী পৌর এলাকার পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের আলতাব হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আব্দুর রশীদ একটি অটোভ্যানে যোগে গাংনী বাজারের যাওয়ার পথে পিছন দিক থেকে অপর একটি অটোভ্যান তাকে ধাক্কা দিলে সে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হন। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেওয়ার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: ওবাইদুর রহমান।

গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন

দীর্ঘ ১৬ বছর পর মেহেরপুরের গাংনী বাজার দারুর্চ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে সভাপতি হাজী মহসিন আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর কমিটির নির্বাচন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সাথে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্য সংখ্যা ২/৩ জন অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে নতুন কমিটিকেই দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ নতুন কমিটি নির্বাচনের প্রস্তাব ও সার্বিক

তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

কমিটির অন্যান্য পদের সদস্যরা হলেন: সহ-সভাপতি হাজী আলফাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুজ্জামান বাবু, কোষাধ্যক্ষ হাজী আবুল বাশার, সদস্য হাজী হাসানুজ্জামান, হাজী হাফিজুর রহমান মানিক, রবিউল ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম, হাজী জাহিদুল ইসলাম, হাজী আসাদুল আলম খোকন, ফজলুর রহমান, আনারুল ইসলাম বাবু ও সিদ্দিকুর রহমান।

এ সময় উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা পুলিশের সেকেন্ড অফিসার এসআই হাবিবুর রহমান হাবিব, ইমাম রুহুল আমিন, মোয়াজ্জিন ইউসুফ আলীসহ প্রায় ৩ শতাধিক মুসল্লীগন উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়া ভৈরব নদীতে ব্রীজ না থাকায় বিপাকে সাধারন মানুষ

মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ভৈরব নদীতে ব্রীজ নির্মানের দাবী দির্ঘদিনের। নদীর ওপর ব্রিজ না থাকায় বিভক্তি করে রেখেছে গাংনী পুর্বাঞ্চল ও গাড়াবাড়িয়ার হিতিমপাড়ার পশ্চিমাঞ্চলের অন্তত বিশ গ্রামের মানুষকে। এতে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত করতে যেমন সমস্য তেমনি সমস্যা ওপারের কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পন্য শহরে আনতে। ভৈরব নদীর ওপর একটি ব্রীজ নির্মানের আশায় বুক বেঁধে আছেন দ’◌ুপারের ভুক্তভোগী হাজারো মানুষ।

মেহেরপুর জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান নদী ভৈরব। ফানডেন ব্রো ১৬৬০ সালের দিকে তাঁর নকশায় দেখিয়েছেন-জলাঙ্গী ও চন্দরা নামে যে দুই সহোদরা প্রমত্তা পদ্মা থেকে বেরিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে, তারই একটি শাখা নদী জলাঙ্গী (পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত) একদা ভৈরব নামে চুয়াডাঙ্গার নিচ দিয়ে প্রবেশ করে যশোর খুলনার ভেতর

দিয়ে গড়াই প্রবাহের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে ভৈরব। তেমনি ভাবে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সহ গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়ার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী।

বিভিন্ন সরকারের আমলে বিবিন্ন সময় জনদুর্ভোগ লাঘবে ব্রিজ নির্মাণ করা হলেও প্রাচীন কাল থেকেই সমস্যা জর্জরিত গাড়াবাড়িয়া- হিতিমপাড়া ঘাটে ব্রিজ নির্মাণ হয়নি। চৈত্র-বৈশাখের দিকে পানি কমে গেলেও আষাড়ের শুুরুতেই পানিতে টৈই-টুম্বুর হয়ে ওঠে ভৈরব নদী। এ ভৈরব নদী তার নিজস্ব গতিতেই বহমান। কিন্তু মেহেপুর জেলার গাংনী উপজেলার পুর্বে এবং পশ্চিমের অর্ধশত গ্রামকে বিভিক্তি করে রেখেছে।

এলাকাবাসী জানায়, গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ভৈরব নদীর ওপর দিয়ে নৌকা ও বাঁশের সাঁকোই পারাপার হতে হয় অন্তত বিশ গ্রামের মানুষকে। হিতিমপাড়া,ষোলমারি,শুভরাজপুর,কুতুবপুর, রামদাসপুরসহ অন্তত দশ গ্রামের মানুষকে প্রতিনিয়িত মেহেরপুর জেলা শহর ও গাংনী উপজেলা শহরে যাতায়াত করতে হয়।

এছাড়াও ওপারের গাড়াবাড়িয়া,কালিগাংনী,ধলা,নওপাড়া,ভিটাড়াপাড়া,কুরবাড়িয়া এলাকার মানুষের নদী ওপারে কৃষি জমি থাকায় আবাদ করতে যেতে হয় তাদের। কৃষি জমির উৎপাদিত ফসল ঘরে আনতে পড়তে হয় নানা বিপাকে। বাঁশের তৈরী সাঁকো কিংবা নৌকাতে বহনকৃত কুষিপন্যে খরচ হয় দ্বি-গুন। অনেক কৃষক তাদের উৎপাদিত ফসল বহন করে শহরে নিয়ে আসতে বাড়তি খরচ ও বাড়তি ঝামেলা ভেবে কম মুল্যে স্থানীয় বা বহিরা গত ফড়িয়াদের মাধ্যমে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অনেক জমির মালিক আবাদ করতে না পেরে কম মুল্যে জমি ইজারা দিয়ে দেন অথবা আবাদ না করেই ফেলে রাখেন।

রামদাসপুর গ্রামের ইউসুব আলী জানান,নদী ওপারের জমি সবজি আবাদের জন্য খুবই উপযোগী। অনেক দামী সবজি ফসর উৎপাদন হয় কিন্ত পরিবন ব্যবস্থা না থাকায় ন্যায্য মুল্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আর এক কৃষক গোলাম হোসেন জানান, গাড়াবাড়িয়া ঘাঁট দিয়ে বাঁশের সাঁকো অথবা নৌকা যোগে কৃষিপন্য বহন করা খবই কস্টসাধ্য ব্যাপার তাই আবাদ করে কমমুল্যে বিক্রি করে দিতে হয় আমাদের কষ্টেঅর্জিত ফসল।

স্থানীয় গাড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা হিজরুল ইসলাম জানান, নদীর ওইপারে রামদাসপুর গ্রামে আমার জমি আছে,কৃষিপন্য পরিবহনে অনেক

ঝামেলা তাই সে জমি মাত্র কয়েক হাজার টাকা নিয়ে ওপারের মানুষকে ইজারা দিয়ে এসেছি। গাড়াবাড়িয়া খেয়া ঘাঁট দিয়ে একটি ব্রিজ নির্মানের দাবী তাদের দির্ঘদিনের।

এ গ্রামের কৃষক হারুন আলী জানান, আমার জমিতে বর্ষা মৌসুমে উঠতি ফসলের আবাদ ছেড়ে দিয়েছি। শুধু মাত্র চৈত্রের আবাদ করি। গাড়াবাড়িয়ার প্রবীণ শিক্ষক জোয়াদ আলী জানান, শুকনা মৌসুমে বাঁশের সাঁকো –আর বর্ষাকালে নৌকা হচ্ছে দুপারের মানুষের ভরসা। ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ষায় স্কুলে আসতে ভয় পাই।

সরকার ও স্থানীয় জন-প্রতনিধিদের কাছে শতশতবার আবেদন করেও দু’পারের মানুষের ভাগ্য বদলাইনি। নদীপারে দাঁড়ালে মনে হয় একটি ব্রীজ দু’পারের মানুষকে বিভক্তি করে রেখেছে। নৌকার মাঝ বা সাঁকো নির্মানকারিকে দিতে হয় মোটা অংকের টাকা।

কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলজার হোসেন জানান,গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ঘাঁটে একটি ব্রিজ নির্মানের দাবী দির্ঘদিনের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা সরকারের কাছে সংসদ সদস্যর মাধ্যমে দাবী করেছি ব্রিজ নির্মাণের জন্য।

তিনি আরো বলেন,ওপারে আমারও জমিজমা আছে সেখানে আবাদ করতে যেমন কস্ট হয় তেমনী পরিবহন খরচ পড়ে দ্বিগুন। কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, আমার ইউনিয়ন হিসাবে ব্রিজ নির্মাণের জন্য তদবীর চালিয়ে যাচ্ছি। মেহেরপুর-২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য এ বিষয়নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়েছেন। এবং বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন জনগনের দাবী মেটানোর জন্য।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন,আমার নির্বাচনী এলকা গাড়াবাড়িয়া-ভৈরব নদীর ওপর একটি ব্রজি নির্মাণ অতিবজরুরী। আমি উক্ত স্থানে একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে দাবী উত্থাপনসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তবে ব্রিজ নির্মাণ হবে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

এতে যা করার এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রিজ নির্মাণ সম্ভব সে প্রক্রিয়াতেই গাড়াবাড়িয়া ও হিতিমপাড়া অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পুুরুন হবে।

গাংনীতে সিআইজি গ্রুপের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারের ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম ফেজ । (এনএটিপি-২) এর আওতায় এআইএফ-২ ম্যাচিং গ্রান্ট উপ প্রকল্প থেকে সিআইজি গ্রুপের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার) বিতরণ হয়েছে।

আজ বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে কৃষি অফিসের সামনে থেকে এ কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার) গুলো বিতরণ করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা’র সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ। কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার) গুলো ৫ টি পুরুষ ও ১ টি মহিলা সিআইজি’র মাঝে বিতরণ করা হয়।

প্রত্যেকটি পাওয়ার ট্রিলার ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট মূল্যের ৭০ ভাগ অর্থাৎ ৮৮ হাজার ৯ শ’ টাকা সরকার ভর্তুকি দিয়েছে এবং সিআইজি গ্রুপের সদস্যরা কেবলমাত্র ৩০ ভাগ অর্থাৎ ৩৮ হাজার ১শ’ টাকা জমা দিয়েই পাওয়ার ট্রিলারের মালিক হতে পারছেন।

সিআইজি গ্রুপগুলো হলো: গাড়াবাড়িয়া, মটমুড়া ক্লাব পাড়া, কুমারীডাঙ্গা, চেংগাড়া ও হিন্দা পুরুষই সিআইজি এবং গাড়াডোব মিলপাড়া মহিলা সিআইজি।

গাংনীর সাহারবাটি ইউপি ভুমি অফিসের প্রচীর নির্মাণ স্থাগিতের দাবীতে মানববন্ধন

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন ভুমি অফিসের প্রাচীর নির্মাণ স্থগিতের দাবীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী।

বৃহষ্পতিবার দুপুরে ভাটপাড়া জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক সংলগ্ন রাস্তায় এলাকার শতশত মানুষ বিক্ষোভ শেষে মানববন্ধন করে। এলাকাবাসীর মানববন্ধনে ও অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রাচীর নির্মাণ কাজ স্থগিতের আহব্বান করেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে।

এসময় উত্তেজিত জনগনকে শান্ত করতে এবং সমস্যার স্থায়ী সমাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বক্তব্যে এম এ খালেক বলেন, ভাটপাড়া বাজার ও ডিসি ইকোপার্ক এলাকাবাসীর একটি প্রাচীণ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য রক্ষা করার যে দাবী করেছে এলাকাবাসী তা অবশ্যই যৌক্তিকতা রয়েছে। তাছাড়া মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সবজি ব্যবসায়ীরা ভাটপাড়া বাজারে আসেন।

সেখানে রয়েছে একটি ব্রিটিশ আমলের খেলার মাঠ। বিভিন্ন দিবসে রাস্তায় হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। শুরু হয় চরম যানজট । সেখানে রাস্তা ঘেঁসে ভুমি অফিসের প্রাচীর নির্মাণ করা হলে ইকোপার্ক ও বাজারের জায়গা সংকুচিত হবে এবং নষ্ট হবে দর্শনীয় ও প্রয়োজনীয় স্থানগুলির সৌন্দর্য। তাই উপজেলা প্রশাসনের সাথে আলাপ আলোচনা করে প্রাচীর নির্মাণ স্থগীত করনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মানববন্ধনে আরো বক্তব্য রাখেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশিউর রহমান,সহকারি শিক্ষক আব্দুর রহিম, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, নওপাড়া বাজার কমিটির সভাপতি ও ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি আবুল বাসারসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

মানববন্ধন শেষে বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এলাকাবাসীর দাবী নিয়ে গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেজা মহম্মদ সেলিম শাহনেওয়াজের সাথে দেখা করেন এলাকাবাসী।

ভুমি অফিসের প্রাচীর নির্মাণ কাজ প্রধান সড়ক থেকে ২০ ফিট দূরে করার দাবী তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এলকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পরে জনগনের স্বার্থে জনগনের দাবীর সাথে একত্মতা ঘোষণা করেন উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, আমি বিষয়টি ছোট-খাটো বা ব্যক্তি স্বার্থ বলে মনে করেছিলাম। কিন্ত এখন বিষয়টি জনস্বার্থে এলকাবাসী দাবী করেছেন তাই চলমান প্রাচীর নির্মাণ কাজ সাময়িক ভাবে স্থগিত থকবে এবং বিষয়টি উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা হবে।

গাংনীতে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর বামুুন্দীতে শিশু নির্য়াতন কারীর বিরুদ্ধে মানববন্ধনে বিচারের দাবী করায় উকিল নোটিশের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ।

বুধবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধনের সদস্য জাহিদুল ইসলাম বিপুল।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ২ জুলাই শিশু ধর্ষনের বিচারের দাবীতে মানববন্ধন করেছিলেন স্থানীয়রা। সেখানে ধর্ষকের বিচারের দাবীকরে এবং ধর্ষকের পক্ষে কোনো উকিল না হওয়ার দাবী করে বক্তব্য দেয় উপস্থিতিরা।

সে বক্তব্যের বিরুদ্ধে গত ৭/৭/২০২০ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গার এ্যাডভোকেট খন্দকার ওহিদুল আলম মানি একটি উকিল নোটিশ পাঠায়। সেই উকিল নোটিশের জবাবে এ সংবাদ সম্মেল করেন তারা। সংবাদ

সম্মেলনে শিশুর পিতা লালন হোসেন, পরিবর্তনের মেহেরপুরের পক্ষে মোঃ বদরুদ্দোজা, ◌েমশিউর রহমান, এনড্িএমএর পক্ষে জাবেদুর জনি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্যঃ গত ১৪ জুন ২০২০ ইং তারিখে গাংনীর বামুন্দিতে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষনের অভিযোগে আক্কাস আলী নামের একজনকে অভিযুক্ত করে মামালা দায়ের করা হয়। মামলায় আক্কাস আলীকে পুলিশ আটক করে জেল হাজতে প্রেরন করে। বর্তমানে আক্কাস আলী জেল হাজতে রয়েছেন।

গাংনীর কসবা -পাটা পুকুরিয়া রাস্তার বেহাল দশা

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা থেকে পাটাপুকুরিয়া দুই কিলোমিটার রাস্তা হাটু কাদায় বেহাল অবস্থা। মানুষ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এলাকার শত শত কৃষক।

কৃষি জমি থেকে উৎপাদিত ফসল সময়মত বাড়িতে আনতে না পেরে এবং অনেক কৃষক তাদের কৃষিজমিতে উৎপাদিত সবজি জমি থেকে বাজারজাত করতে না পেরে আর্থিকভাবে লাকসানে পড়তে হচ্ছে ।

শুকনা মৌসুমে গরু ও মহিষের গাড়ি দিয়ে কৃষকের ফসল জমি থেকে তুলে আনতে পারলেও বর্ষা মৌসুমে ফসল নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে কৃষকরা। বর্তমানে চলছে কৃষকের জমিতে পাট কাটার কাজ। রাস্তার হাট কাদার মধ্য দিয়ে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে মাথায় করে উৎপাদিত পাট বহন করে নিয়ে আসতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

পাট চাষী লোকমান হোসেন জানান, তার এক বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে বেঁধে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতে পাট বিক্রি করে শ্রমিকের মূল্য হয়নি। শ্রমিকের মূল্য পরিশোধ করতে তাকে ধান বিক্রি করতে হয়েছে।

কৃষক সুরমান আলী জানান, তার ১ বিঘা জমিতে বেগুনের আবাদ করেছেন। হাঁটু কাদায় জমিতে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে না পেরে আবার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

স্থানীয় কৃষক ময়নাল হোসেন জানায়, উক্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা হওয়ায় কোন শ্রমিক উক্ত মাঠে কাজ করতে চাচ্ছে না।যার ফলে আবার পরিচর্যা করা খুব কঠিন বিষয় হয়ে পড়েছে।তাদের এ দুর্দশা দেখে রাস্তা পাকাকরন এর দাবি জানান তারা।

এছাড়াও মুক্ত রাস্তা দিয়ে হারদা মৎস্য বিলে যেতে হয়। যেটি মেহেরপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য মৎস্য বিল। উক্ত বিলের মাছ জেলার মাছের চাহিদা পূরণ করেও অন্যান্য জেলায় বিক্রি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাস্তায় গাড়ি চলাচল করতে না পারায় বিলে মাছ চাষীরা মাছ ধরতে পারছে না।

ধানখোলা ইউনিয়ন এর পাটাপুকুরিয়া, হারদা সহ অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন কৃষক ওই মাঠে আবাদ করে থাকেন। উক্ত রাস্তা দিয়ে প্রায় ১ হাজার থেকে দেড় হাজার বিঘা জমির ফসল কৃষকদের ঘরে তুলতে এবং বাজারজাত করতে উক্ত মাটির রাস্তাটি একমাত্র মাধ্যম।

বর্তমানে আষাঢ়ে শুরু থেকেই রাস্তাটি হাট কাঁদয় পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি গণ ভুক্তভোগী মানুষদের আশ্বাস দিয়ে আসলেও রাস্তাটি আজও বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, বিভিন্ন সময় এলাকার ভুক্তভোগী জনসাধারণ বারবার জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করেও কাজ হয়নি। বর্তমানে উক্ত রাস্তাটি পাকা করণের দাবি নিয়ে ফেসবুকে বিভিন্নভাবে লেখালেখি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাস্তাটির বেহাল দশা তুলে ধরে অনেক যুবক জেলার উন্নয়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কাছে গেলেও ইউনিয়ন পরিষদের স্বল্প বরাদ্দ দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয় বলেও জানান স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান জানান, ইউনিয়ন পরিষদের যে পরিমাণ এর বরাদ্দ থাকে তা খুবই স্বল্প। যা দিয়ে দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয়। এলাকার মানুষ রাস্তাটা নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে একথা সত্য।

ভুক্তভোগীদের দুর্দশার কথা মাথায় রেখে তৎকালীন সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের কাছে বারবার বলা সত্ত্বেও রাস্তাটি করে দেয়নি। পরবর্তীতে বর্তমান সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এর কাছে আবেদন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের কথা বিবেচনায় রেখে কসবা গ্রাম থেকে পাটা পুকুরিয়া ২ কিলোমিটার মাঠে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি পাকাকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য বিষয়টি গুরুত্ব দিলেই এলাকার শত শত চাষীর দীর্ঘদিনের দুর্দশা লাঘব হবে।

মেহেরপুর- ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন স্থানীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাভ হবে এবার নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জনের করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১টি গাংনী , ২ টি সদর, ১ টি মুজিবনগর।

এ নিয়ে জেলায় ১০৮ (সদর- ৫৬, গাংনী -৪২, মুজিবনগর -১০) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৬৩ জন সুস্থ হয়েছেন, ৬ জন মারা গেছেন। ১০ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ সোমবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯ টি (কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ) রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৪টি পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২০৮৭টি।

মেপ্র/আরজেএম

মেহেপুরের কাথুলী ইউনিয়নে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ১,২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দুস্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দের ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার সকাল ১০ টার সময় ত্রান বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

এসময় ১ নম্রে ওয়ার্ড সদস্য কোবাদ আলী, ৩ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রাইহান আলী, ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আবুল কালাম আজাদ। ৩টি ওয়ার্ডের তালিকাভুক্ত দু্স্থদের মাঝে ১৫ কেজি করে চাল প্রদান করা হয়। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

কালিমা অবমানকারীদের বিচারের দাবিতে গাংনীতে উলামা পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া দয়েরপাড়া জামে মসজিদে কালিমা অবমাননাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও তওহীদী জনতা।

বিষয়টি সারা বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বলে আখ্যায়িত করেছেন উলামা পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

শুক্রবার বিকালে গাংনী প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সম্মেলনে

আগত আলেম-উলামাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মেহেরপুর জেলা উলামা পরিাষদ উপদেষ্ট সদস্য মাও. আব্দুল কাদের।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে তেঁতুলবাড়ীয়া দয়েরপাড়া জামে মসজিদের মেহরাবে কালেমা তৈয়বা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মাহাম্মদুর রাসুল্লাহ” লেখা টাইলসটি ভেঙ্গে ফেলার মধ্য দিয়ে আল্লাহ ও রাসুলকে অবমাননা করা হয়েছে। আহলে হাদিস মতাবলম্বী শিহাব আলী, একাতারুল মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন বকুল এবং মসজিদ কমিটির পক্ষে শফিকুল ইসলাম ওরফে শফি, হাবিবুর রহমান, রমজান আলী, শাহাজান মুন্সি রাতের আধারে কালিমা তৈয়বা লেখা টাইলসটি ভেঙ্গে সারা পৃথিবীর কোটি কোটি ধর্মভীরু মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করেছেন। তাই মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও তৌহীদী জনতার পক্ষ থেকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আল্লাহ পাকের ও রাসুলে পাক (স.) এঁর মান ও শান রক্ষার জন্য সাংবাদিক, পুলিশ ও প্রশাসনের সংশ্লিষ্ঠদের সহযোগিতা কামনা করেন সংবাদ সম্মেলনকারীরা।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাও. মুফতি হাফিজুর রহমান, সিনিয়র সহ সভাপতি মাও. শফিকুল ইসলাম ও মাও. খাদেমুল ইসলাম ও গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদের ঈমাম হাফেজ রুহুল আমিন।
অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাও. জাবের হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মাও. সাদেক আলী।